সংশোধিত পূনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা

শেওলা বন্দর

বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১

ক্রেডিট নম্বর: ৬০০২- বি.ডি

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

নির্বাহী সার সংক্ষেপঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংক গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা IDA থেকে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ গ্রহন করেছেন। "Bangladesh Regional Connectivity Project-1" প্রকল্পটি যৌথ ভাবে বাংলাদশে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর অধীনে পরিচালিত হবে এবং এই প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের জন্য উপরোক্ত ঋণ বরাদ্ধ করা হয়েছে।

এই উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলোঃ

- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে ব্যবসার সমপ্রসারণ।
- Logistic ব্যবস্থাপনায় বাঁধা সমূহ দূরীকরন।
- আধুনিক কলা কৌশল গ্রহন করে বর্ডার ব্যবস্থাপনা ও ব্যাবসা সম্প্রসারণে সহায়তা করন।

এই প্রকল্পের অধীনে তিন ধরনের উপাদান রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত উপাদানটি বাস্তবায়ন করবেন।

উপাদানঃ

√ ভারত, ভূটান ও নেপালের সাথে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য অত্যাবশকীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও কৌশলগত দিক গুলোর আধুনিকায়ন করা। এই উপাদানের মূল কার্যক্রম হলো-চারটি স্থলবন্দরের বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পূর্ব করিডরে আন্ত: ও বহির্বাণিজ্য সহজ করা। এগুলোতে অন্তর্ভূক্ত হলো:- ভোমরা, শেওলা, রামগড় ও বেনাপোল স্থল বন্দর।

√ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব বর্ডার ভোমরা যা বেনাপোল কে অতিক্রম করেছে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং বর্তমানে এই বর্ডারটি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচন্ড চাপের সম্মুক্ষিন হচ্ছে।

√ ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকে আসামের সাথে সংশ্লিষ্ট বর্ডারের নাম শেওলা। যেটি হবে একটি সবুজায়িত স্থলবন্দর। বর্তমানে এখানে শুধুই একটি স্থল কাষ্টম ষ্টেশন আছে। আর কোনো অবকাঠামো নেই।

√ রামগড় ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বর্ডার যেটি প্রচ্ছন্নভাবে সম্ভাবনাময় এবং যেখানে আধুনিক বর্ডার ম্যানেজন্টের ধারনায় একটি সমন্বিত বর্ডার গড়ে তোলা হবে।

√ বেনাপোল স্থলবন্দর বংলাদেশের বৃহত্তর এবং ব্যস্ততম স্থলবন্দর। যেটি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে হিমশিম খাচ্ছে এবং সুরক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যায় ভুগছে। এখানে একটি সীমানা প্রাচীর, গেইট, জাংশন, সিকিউরিটি টাওয়ার, ড্রেইনেজ, একটি CCTV সিস্টেম এবং একটি গেইট পাস সিস্টেম চালু করা হবে।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এই প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ "শেওলা স্থল বন্দর" নির্মাণের জন্য একটি পূনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করেছে। এটি শুরু হয়েছিল ২০১৬ সালে। বর্তমানে এটিকে হালনাগাদ করা হয়েছে।

হালনাগাদ করণের উদ্দেশ্যঃ

এই প্রকল্পটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ৭ই ডিসেম্বর, ২০১৭ সালে। এই প্রকল্পের অধীনে ৪ টি স্থল বন্দরের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করা হবে। শেওলা এই চারটি বন্দরের অন্যতম একটি। মূল "পূনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা" এপ্রিল ২০১৭ সালে প্রনীত হয়েছিল। দীর্ঘ সময়ের কারনে "পূনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনায়" প্রকল্পের প্রভাবে কিছু পরিবর্তন যেমন, ক্ষতিপূরনের মূল্যের পরিবর্তন ও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে। হালনাগাদ "পূনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনায়" এই সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্পের জন্য পুনর্বাসন নীতিমালাঃ

পূনর্বাসন নীতিমালা এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নীতিমালা আলাদাভাবে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ তৈরী এবং উপস্থাপন করেছেন।

√ সকল পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলো, নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে যথাযথভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
√ বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী প্রচ্ছন্ন সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয় এর ইতিবাচক প্রভাব নিরপন করে যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নেতিবাচক প্রভাব দূর করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
√ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সুরক্ষা নীতিমালার আলোকে পূনর্বাসন নীতিমালা তৈরী করা হয়েছে।
√ যেখানে ESIA করা লাগবে সেখানে প্রয়োজন মত নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

এই প্রতিবেদনে পূনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব নিরুপনে কিকি কাজের জন্য কিকি প্রতিকার নেওয়া হবে তার নির্দেশিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। এই নির্দেশিকাতে রয়েছে-

√ সোস্যাল স্ক্রিনিং।
√ সোস্যাল বেইজ লাইন, যার উপর প্রভাব নিরুপিত হবে।
√ বিকল্প ব্যবস্থাপনা।
√ Construction (নির্মান) ও Operational (চলমান) কাজের পর্যায়ে জরুরী বা প্রধান বিষয়গুলো চিহ্নিত করন।
√ সোস্যাল বেইজ লাইনে প্রকল্পের কারনে সৃষ্ট প্রভাবের Assessment, Prediction এবং মূল্যয়ন করা।
√ সাধারন মানুষের সাথে মতবিনিময় করা।
√ নেতিবাচক প্রভাব চিহ্নিত করা ও কিভাবে তা দূর করা হবে বা কমিয়ে আনা হবে তার পূর্ণাঙ্গ নির্দেশেনাসহ "সামাজিক ব্যবস্থাপনা" পরিকল্পনা প্রনয়ন করা ও একটি "পূনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা" প্রনয়ন করা এবং সেই সাথে মনিটরিং এর বিষয় গুলোও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সম্ভাব্য শেওলা স্থল বন্দরঃ

বড় গ্রামে যেখানে বর্তমানে শেওলা কাস্টম ষ্টেশন রয়েছে, সেই খানেই স্থল বন্দর নির্মান করা হবে। এই ষ্টেশনটি ১৯৯৬ সাল থেকেই চলমান রয়েছে। এর পূর্বে এই ষ্টেশনটি ছিল ৩ (তিন) কিলোমিটার উত্তরে কুশিয়ারা নদীর ধারে। যেখানে পূর্বে আমদানি-রপ্তানীর কাজ করা হতো কুশিয়ারা নদীর পথ অনুসরন করে।

অবস্থানঃ

বিয়ানি বাজার উপজেলা পরিষদ থেকে শেওলা স্থলবন্দরের দূরত্ব হচ্ছে ১৩ কিলোমিটার এবং সিলেট সদর দপ্তর থেকে দূরুত্ব হচ্ছে ৪৫ কিলোমিটার দূরে। শেওলার অপর পারে ভারতের আসাম রাজ্যের করিম গঞ্জের সুতারকান্দি বর্ডার অবস্থিত। সুতারকান্দি থেকে গুয়াহাটি অর্থাৎ আসামের রাজধানীর দূরুত্ব হচ্ছে ৩৪১ কিলোমিটার।

শেওলা স্থলবন্দরের কিছু অংশ হচ্ছে নীচু জলাভূমি। প্রকল্প এলাকা বর্ষা কালে বন্যার পানিতে প্লাবিত হয় এবং গ্রীষ্মকালে এলাকাটি ট্রাক রাখার এবং সাময়িক ভাবে কয়লা জমা রাখার জায়গা হিসাবে ব্যবহৃত হয় বন্দরের পাশে একটি ছোট খাল দেখা যায় যা বর্ষা পানিতে সৃষ্ট হয় শেওলা বন্দর থেকে কুশিয়ারা নদীটি উত্তরে ৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মুড়িহা হাওর ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

জমি অধিগ্রহনের অনুমিত সার্বিক হিসাবঃ

প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে ২২.০২ একর জমি প্রয়োজন। ক্ষতি গ্রস্থ ব্যক্তির সংখ্যা ১৯৫ জন। ১৬ জনের জমির উপর কাঠামো রয়েছে। ৮৮ জন ভাড়াটিয়া এবং ৮ জন নয়ন হোটেলের অচিহ্নিত কর্মী রয়েছে। জমির দাগ নম্বরসহ তালিকা এই প্রতিবেদনের সাথে দেওয়া হলো। ১৯৫ জন জমি মালিকের মধ্যে ৫ জন তাদের সম্পত্তি ব্যাংকে (উত্তরা ও ইসলামী) গচ্ছিত রেখেছেন এবং এর বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করেছেন। এই "পূনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা" বাস্তবায়ন করতে ২৫,৫৮,৫৭,৫৯৩ টাকার বাজেট প্রনয়ন করা হয়েছে।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পতে একটি "প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট" তৈরী করা হবে, যেখানে প্রকল্প পরিচালক হবেন প্রকল্প প্রধান। যিনি প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক দ্বায়িত্বে থাকবেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট টি প্রকৌশলী সেবা, পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শক ও সামাজিক বিষয়ক পরামর্শক নিয়ে গঠিত যারা প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন। প্রকল্পকে দেখাশুনা করবেন প্রকল্প প্রধান। প্রকল্প বাস্তবায়নে ক্ষতিপূরন প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি প্রদান করা হবে দুটি উপায়ে। যারা বৈধ মালিক তারা জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে সরাসরি ক্ষতিপূরন পাবেন। আর যারা জীবন-যাপনে (Livelihood) ক্ষতিগ্রস্থ কিন্তু বৈধ মালিকনন অথচ জরীপের সময় যাদের চিহ্নিত করা গেছে ভোগ দখল কারী হিসেবে তাদেরকে প্রকল্প থেকে সরাসরি ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। একটি উচ্চ কক্ষ মনিটরিং কমিটি এই ক্ষতি পূরণ প্রদানের বিষয়টি তদারক করবেন এবং উন্নয়ন অংশীদারসহ অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগ রাখবেন।